কৃপালুতা প্রভৃতি গুণ না থাকিলেও জ্ঞান কর্ম্মাদিতে অনাবৃত অন্যাভিলাষিতাশূন্য আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপা বিশুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন বলিয়া সেই সেই গুণ না থাকিলেও সত্তম। অতএব, যে জন পূর্ব্ববর্ণিত কৃপালুত্ব প্রভৃতি গুণ লাভ করিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আমাকে ভজন করে, সে জন কিন্তু পরম সত্তমই। এই প্রকার উক্তির দ্বারা অনন্যভক্তে অর্থাৎ যে ভক্ত স্বতন্ত্ররূপে অন্য দেবতার ভজন করে না কেবল আমাকেই ভজন করে, তাহার পূর্ব্ববর্ণিত সাধু হইতে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইবে। এস্থানে "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদি শ্রীভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রকরণটি অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই শ্লোকে যখন সত্তম এই পদটি উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ সাধুগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভক্তে সত্তরত্ব এবং সত্ত্বও আছে ইহাও দেখান হইয়াছে। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে তমট্ প্রত্যয় হয়, আবার দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে তর প্রত্যয় হয়। যখন সত্তম বলা হইয়াছে, তখন অবশ্যই সত্তর ও সত্ত্ব অর্থাৎ সাধুধর্ম্ম আছে—ইহা বুঝিতে হইবে। সদাচারসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তের সাধুত্ব তো হইতেই পারে। যদি কোন ভক্ত অন্য কোন দেবতাকে ভজন না করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন করে, তাহা হইলে মাত্র এই গুণে দুরাচারেরও সত্ত্বের অপর নাম সাধুত্ব বিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ যে জন কেবল শ্রীভগবান্‌কেই ভক্তি করে স্বতন্ত্ররূপে অন্য কোন দেবতাকে উপাসনা করে না, তাহার মাত্র এই গুণেই শ্রীভগবান্ সাধু বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি প্রাচীন গল্প আছে—একটি ভদ্রলোকের দুইটি পত্নী ছিল ; তন্মধ্যে একটি চাল ধুইতে গেলে চাল ফেলিয়া দেয়, ডাল আনিতে গেলে ডাল ফেলিয়া দেয়—ইত্যাদি ক্ষতি করে। কিন্তু তাহার গুণের মধ্যে নিজের বাটিতে যদি গন্ধর্ব্বসম কোন পুরুষও আসে, তথাপি তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চায় না ; নিজের পতিটি ভিন্ন কিছুই জানে না। অপর স্ত্রী সব জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখা প্রভৃতি অনেক গুণ আছে বটে, কিন্তু দোষের মধ্যে কোন যুবক বাটিতে আসিলে, তাহার সৌন্দর্য্যাদি দেখে এবং তাহাতে মনের চাঞ্চল্যও ঘটে। এই দুই স্ত্রীর মধ্যে পতি কোন্ স্ত্রীকে অধিক আদর করিবে ? তেমনি যে জন সত্যকথন প্রভৃতি গুণসম্পন্ন বটে, কিন্তু সকল দেবতার উপরেই স্বতন্ত্রভাবে আরাধ্যবুদ্ধি পোষণ করে এবং আরাধনা করে, সেই নিষ্ঠাহীন ভক্ত হইতে দোষাদিযুক্ত ভক্ত যদি স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা না